সংবাদ

13 JUL 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

মালিকদের স্বার্থেই পাস করা হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন

রাকিব উদ্দিন

মালিকদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০১০ জাতীয় সংসদে রবিবার বিকেলে পাস হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। বহুল আলোচিত এ বিল পাস হওয়ার ব্যাপারে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও সন্তুষ্ট নন। তাদের ধারণা নতুন আইন প্রয়োগ শুরু হলে উচ্চ শিক্ষা আরও বাণিজ্যিক পর্যায়ে চলে যাবে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা এবার সন্তুষ্ট। ২০০৩ সাল থেকে তারা আইনটি পাসের বিরোধিতা করলেও তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে কিছু সংশোধনী এনে আইনটি জাতীয় সংসদে পাসের পর তারা কোন বিরোধিতা করছেন না।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল-২০১০ সম্পর্কে সংবাদ'কে বলেছেন, 'শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরও বাণিজ্যিক হয়ে পড়বে। কাজেই টিউশন ফি নির্ধারণের বিষয়টি ইউজিসি'র নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত ছিল। টিউশন ফি নির্ধারণের বিষয়টি ইউজিসি'র নিয়ন্ত্রণে থাকলে শিক্ষার্থীরা কি সুবিধা পাচ্ছে, সে অনুযায়ী ফি নির্ধারণ করা যেত'।

এই আইন বাস্তবায়ন শুরু হলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষার্থীদের কোন স্বার্থরক্ষা হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করার মূল সমাধান হলো আরও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। জেলা পর্যায়ের ভাল কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলেই শিক্ষার্থীরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুকবে না'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নতুন আইনে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো টিউশন ফি আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটিও থাকলো মালিকদের কব্জায়। মালিকদের প্রতিনিধিই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটির আহ্বায়ক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে আগে মালিকদের পক্ষ থেকে ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য রাখার বিধান ছিল। কিন্তু নতুন বিলে মালিকদের পক্ষ থেকে ট্রাস্টি বোর্ডে তিনজন সদস্য রাখার সুবিধা দেয়া হয়েছে। এতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুরোপুরি মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে নতুন আইনে। নতুন আইন বাস্তবায়ন শুরু হলে উচ্চ শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ আরও কয়েক মাত্রা বৃদ্ধি পাবে বলে শিক্ষা

আইন : পৃষ্ঠা : ৯ ক : ৫

আইন : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয় মনে করছে।

শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল জাতীয় সংসদে পাস করানো হয়েছে কী-না সে সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে জানতে চাইলে তিনি সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে বলেছেন, এখন থেকে আর কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিস্তারের নামে সনদ বাণিজ্য করতে পারবে না। কোন ধরনের স্বীকৃতি ছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞাপনও দিতে পারবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তারা জানান, বিগত সাত বছর ধরে একটি যুগোপযোগী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছিল। যখনই আইনটি পাস করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তখনই একটি বিশেষ মহল আইনটির বিরোধিতা করতে থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়ার অন্যতম বিধান ছিল, বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চ মাত্রার টিউশন ফি, সেশন চার্জ ও ভর্তি ফি'র রশি টেনে ধরা। এতে ইউজিসি থেকে টিউশন ফি অনুমোদন করিয়ে নেয়ার বিধান ছিল। কিন্তু সংসদীয় স্থায়ী কমিটি রহস্যজনক কারণে এই বিধান তুলে নিয়েছে। তারা ইউজিসি থেকে টিউশন ফি অনুমোদন করে নেয়ার বিধান তুলে দিয়ে বলেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজেদের মতো করে টিউশন ফি আদায় করবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত টিউশন ফি সম্পর্কে চিঠি দিয়ে ইউজিসিকে অবহিত করবে মাত্র। ইউজিসি'র সচিব মো. খালেদ সংবাদ'কে বলেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মালিক পক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সবার স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় করে আইনটি করা হয়েছে। আগের আইনের তুলনায় নতুন আইনে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ কিছুটা বেশি রক্ষা করা যাবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নতুন আইনে লাগামহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউজিসি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কী না সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আসলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। তবে আগের তুলনায় নতুন আইনে সনদবাণিজ্য কিছুটা রোধ করা যাবে। কারণ অনুমতি ছাড়া কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না।

অন্যদিকে নতুন আইন সম্পর্কে বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) মহাসচিব প্রফেসর আলিমুল্লাহ মিয়া সংবাদ'কে বলেছেন, নতুন আইনের কপি আমরা এখনও পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয় মানেই হলো সার্বভৌমত্ব, যেখানে থাকবে চিন্তা-চেতনা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু আইনের খসড়ায় আমাদের মত প্রকাশের অধিকার হরণ করা হয়েছে। কাজেই নতুন আইনে আমরা সন্তুষ্ট নয়।

নতুন আইন মানবেন না-কি আগের মতো বিরোধিতা করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর আলিমুল্লাহ মিয়া বলেছেন, জাতীয় সংসদ হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সেখানে যদি আইনটি পাস হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে গেজেট হয় তাহলে আমরা অবশ্যই আইনটি মানব। না মানার তো প্রশ্নই আসে না।